SUVOMPDF.COM

ABP

মশ্‌ফোন

শওকত ওসমান

A_R

SUVOM

SUVOM

Rumon

প্রকাশক √ সাঈদ বারী ॥ সূচীপত্র ॥ ৩৮/ ৪ বাংলাবাজার (দোতলা) ঢাকা ১১০০ ॥ ফোন √ ৮১০৬৮০
মশ্‌ফোন ॥ শওকত ওসমান ॥ সূ চী প ত্র প্র কা শ না ৭৫ ॥ স্বত্ব √ লেখক
প্রথম সূচীপত্র সংস্করণ √ জানুয়ারি ১৯৯৬ ॥ প্রচ্ছদ ও অলংকরণ √ রফিকুন্নবী (রনবী) ও আজিজুর রহমান
সূচীপত্র থেকে সাঈদ বারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত
যোগাযোগ ও নিজস্ব শো-রুম √ সূচীপত্র ৩৮/৪ বাংলাাজার ঢাকা ১১০০
পরিবেশক √ অ. আ. প্রকাশন/বাংলাদেশ শিশু কেন্দ্র/ স্বজন/দিনরাত্রি/শিশু প্রকাশন
MOSHFONE BY SAWKAT OSMAN ॥ Suchipatra publication 75
SUCHIPATRA 38/4 Banglabazar Dhaka 1100 ॥ Price √ T.k. 35.00 only

মূল্য √ ৳ ৩৫.০০

ISBN 984 – 8106 – 23 – 5

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং

এডিটিং

শুভম

Visit Us at suvompdf.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

আমার দুই বছর বয়সের
প্রিয়তমা
ঝুন্‌হাই জিনার

বর্তমান সাম্প্রদায়িকতার
বিষবাষ্প-মুক্ত রাজ্যে
আবাসের শুভকামনা সহ
আমার জন্মদিনে

[illegible]
২ ১ ৭৬

মশফোন

শওকত ওসমান

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

A_R

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি

শুভমপিডিএফ ও

আড্ডায় বইয়ের পাতা (Adday Boier Pata)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.SUVOMPDF.COM

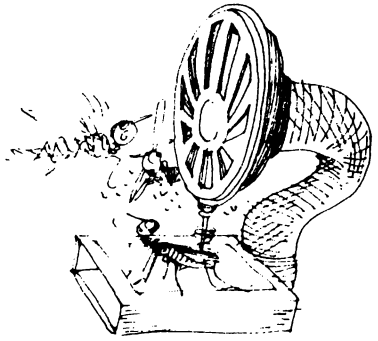

গ্রামে ভয়ঙ্কর মশা।

হাই-তোলার যো থাকে না। একবার 'হাঁ' করেছ কি, মশা ঢুক্‌বে এক গণ্ডা।

খানা-খোন্দলে, ডাঙ্গা-ডোবায় ঝোপ-জঙ্গলে একটু কান পেতে শোনোঃ পুন্-পুন্ পুন্। একটানা ওই আওয়াজ।

ম্যালেরিয়া বেড়েছে গ্রামে। আগে এই এলাকায় তানপুরা মার্কা পেট মোটেই দেখা যেত না। এখন গাঁয়ের ভেতর হাঁটলে, মনে হয় সব লোক হঠাৎ গানের ভক্ত হয়ে উঠেছে। গরীব দেশ কিনা। তানপুরা কেনার ক্ষমতা নেই। পেট-ই এখন তানপুরা। সুর-ভাঁজার সময়, শুধু তার লাগিয়ে নেয়।

পাড়ায় পাড়ায় ম্যালেরিয়া।

ছেলেদের বাঁচোয়া নেই। মশারির ভেতর পর্যন্ত হাম্‌লা চলে। একটু ফাঁক পেয়েছে কি মশারির কেল্লা চুরমার। তারপর গায়ে সূঁচ ফুট্‌ছে। দু-দিন বাদ জ্বর। সটান শুয়ে থাকো, বাছাধন। ওঠাওঠি নেই একটানা পনর-দিন।

ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া।

চৌপর দিন হাটে-মাঠে ম্যালেরিয়ার গল্প। চৌদিকে ম্যালেরিয়া আর মশা।

দিনের বেলা তবু খালি-গায়ে ঘোরা চলে। সন্ধ্যার আধ-ঘন্টা আগে থেকে আর আদুল-গা থাকা অসম্ভব।

মহা মুশকিল।

হাড়-জিরজিরে ছেলের সংখ্যা রোজ গ্রামে বাড়ছে। একটা বিহিত করা দরকার।

কয়েকদিনে গাঁ তোল-পাড় হোয়ে গেল।

ধুয়া উঠল ঃ পানা সাফ করো।

চল্‌ল কয়েকদিন পানা সাফ। গাঁয়ের ভেতর আর পানা নেই। বিল ও নদীর ভেতর কয়েক ঝাড় রইল মাত্র। কিন্তু না কমল মশা,না ম্যালেরিয়া।

নতুন ধুয়া ঃ সন্ধ্যায় ঘরে ধোঁঘা দাও।

এই সময় গ্রামে সন্ধ্যার সময় খালি ধোঁয়া দেখা যেত, ঘরের চাল চোখে পড়ত না।

মশা কম্‌ল না।

মাঝ থেকে অসাবধানী দু-এক জন গেরস্থর ঘর পুড়ে গেল। তার সঙ্গে ক'টা মশা পুড়ে মরল, তার খবর কেউ চৌকিদার মারফৎ থানায় পাঠায়নি।

গ্রামে বুড়োর ল হার মেনে গেল। এতদিন ছেলেরা তাদের পিছু-পিছু কাজ করে

গেছে। টুঁ শব্দ করেনি। বুড়োদের ধূয়া ধরেছিল তারা।

এবার তারা বুড়োদের 'ধুয়ো' দিতে লাগ্‌ল ঃ আরে, এই মাথায় মশা তাড়াবে। মশা ত কারো মেসো-মশাই নয়। হুকুম করলেই সরে পড়বে।

রোগের মরসুম চল্‌ছে জোর।

এবার শিশু-কিশোরদের কিছু করতে হয়। শুধু 'ধুয়ো' দিলে ত আর চল্‌বে না। তাড়াও ম্যালেরিয়া, তাড়াও মশা।

গ্রাম থমথম করে সন্ধ্যার পর।

তাস-পেটা বন্ধ। ক্লাব-ঘর বন্ধ।

মশা যেন একটা আতঙ্ক। দল বেঁধে মৌমাছির মত অন্ধকারে উড়ে বেড়ায়, হাম্‌লা চালায়।

মশার নাম শুনে এই দিকে ভিন গাঁয়ের লোক সহজে পা মাড়ায় না।

একটা মজার ব্যাপার।

কালুর মামা এসেছিলেন পাশের গ্রাম থেকে। মশক-আতঙ্কের খবর তার জানা আছে।

কালু মামাকে নাস্তা দিয়েছে। মুড়ি আর মিঠাই। পাড়া গাঁয়ের নাস্তা।

কালুর মামা মুড়ি খাচ্ছেন। কানে তিনি একটু কম শোনেন।

জিজ্ঞেস করেন কালুকে, "ভাল আছো কালু" ?

–জী।

–তোমার অসুখ-বিসুখ হয় নি ত?

–জী, না, মামুজী।

কালু মামার খাওয়ার দিকে চেয়ে আছে। কিন্তু মিঠাই শেষ।

সে জানে ঘরে আর মিঠাই নেই।

তাই মামাকে জিজ্ঞেস করে, মামু দুটো শশা আনবে ?

–মশা !

মামার হাত থেকে মুড়ির রেকাবীখানা পড়ে গেল। তিনি এক দৌড় মেরে ঢুক্‌লেন অন্দন মহলে মশারির তলায়।

–মামুজী, মশা নয় শশা–ক্ষিরা।

কিন্তু কে শোনে ? মশার নামে পিলে বেড়ে যায়, তা চম্‌কে উঠ্‌বে সে এমন কি নূতন কথা এই এলাকায়।

এই গাঁয়ে কাউকে যদি মশাই বলে ডাকো, রেগে টং হোয়ে যায়। ভারী চটে। মশা শব্দের সঙ্গে যোগ আছে কি, কান গরম। মুখজ্যে মশাই আর জবাব দেবে না। ব্যানার্জি চুপ করে থাক্‌বেন।

একদিন বল্‌লাম, "মশাই না ডেকে তবে আপনাদের সাহেব ডাকি ?"

–আবার মশাই ?

–তবে সাহেব ?

–হ্যাঁ, তা বরং ভাল কথা। ইংরেজ সাহেব চলে গেছে।

এখন আমরাই ত সাহেব। তা বরং ডাকেন ক্ষতি নেই। কিন্তু উই–

তারপর ব্যানার্জি সাহেব দু-আঙুল মশার শুঁড়ের মত করে দেখিয়ে বলেন, ওটার নাম করবে না! খবরদার ও নামে ডাকবে না। মশার জ্বালায় ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যেতে বসেছে।

কালু মামার ভয় দেখে খুব হেসেছিল।

কালুর তারপর জ্বর হোলো একটানা সাত দিন। দশ বারো বছরের ছেলের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। এক-হারা শরীর ভেঙে গেছে। ঘন-ঘন হাই ওঠে। গা ভারী-ভারী। মনে কোন সুখ নেই। একটু জোরে হাঁট্‌তে পর্যন্ত ইচ্ছা হয় না।

মশার উপর কালু খুব চটে গেল। তার দলের ছেলেরা অসুস্থ তাকে দেখ্‌তে এলো। সকলে একমত ঃ একটা কিছু করা দরকার। বুড়োরা হার মেনেছে, আমরা হার মানব না। মশার উচ্ছেদ চাই।

কালুও শপথ নিল ঃ মশার উচ্ছেদ চাই।

ওরা বলাবলি করে ঃ কিন্তু উপায় বাৎলাও। ধোঁয়া দাও। পানা সাফ করো, ও-সবে কিছু হবে না।

–কেন হবে না ?

–ও-সব ব্রিটিশ আমলের মশা, এ-সব কেয়ার করে না। অন্য কিছু–

–কিছু একটা বাৎলাও।

–সময় লাগ্‌বে।

কালু বিছানায় শুয়ে শুয়ে জবাব দিলে।

মশার উচ্ছেদ চাই। দূর হোক ম্যালেরিয়া। শপথ নিতে কেউ বাদ রইল না। গলার চীৎকারে তার প্রমাণ।

কালুর মাথা-ব্যথা সব চেয়ে বেশী। দলের সর্দ্দার সে। বুড়োদের কাছে মুখ রক্ষা হয় না। একটা উপায় বাৎলাতে হয়। মশা নিয়ে এত হাঙ্গামা।

কয়েকদিন কেটে গেল।

কালু মশারির ভিতর শুয়ে অন্ধকারে গুনগুন শব্দ শোনে।

সে মনে মনে বলে ঃ দাঁড়াও, তোমাদের গান গলা টিপে বন্ধ করে দেব। একটা উপায় শুধু দরকার।

কালুকে ঘিরে জটল্লা হয়। আর বেশী দেরী করা চলে না। কে জানে, মশারাও বুঝতে পেরে 'ওয়ার' যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করেছে।

দলের আরো কয়েকজন জ্বরে পড়ল।

॥ ২ ॥

তিন চারদিনের মধ্যে কালু গ্রামোফোনের পিন, সাউণ্ড বক্স, দেশালাইয়ের খোল আর সূতা দিয়ে একটা যন্ত্র তেরী করল।

যন্ত্রের নাম মশ্‌ফোন। কাজের ছেলে বটে কালু।

এই যন্ত্র দিয়ে মশার কথাবার্তা শেখা যায়। আর তার ফলে মশার ভাষাও সহজে রপ্ত করে ফেল্‌তে পারে যে-কেউ।

কালু চুপ্‌ চাপ।

মশ্‌ফোনের কথা সে স্রেফ চেপে গেল।

বন্ধুদের বললেঃ অপেক্ষা করো। দেখ্‌বে, মশা খতম করে ছাড়ব।

লুকিয়ে রাখ্‌লে সে তার মশ্‌ফোন।

পরদিন বিকালে সাউণ্ড-বক্সের মাথায় সে একটা মশা বেঁধে দিলে। পুন্‌পুন্‌.....শব্দ করে বেচারা।

কালু কান দিয়ে শোনে আর হাসে।

মশার কাছ থেকে কথা বের করতে হবে।

গোয়েন্দার মতই কড়া-প্রাণ কালু। মশা কোন জবাব দেয় না।

–জবাব দেবে না। আচ্ছা, জানো, আমি আই-বি পুলিশের বাবা। এখনই ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। বলো শিগ্‌গীর।

আসামী নিরুত্তর।

মশার একটা পা খসে গেল।

তবু কোন জবাব আসে না। কয়েকবার মশ্‌কুইটো-ফোন ধরে নাড়া দিল কালু। একটা উপায় চাই, না হোলে মুখ থাকে না।

মশার আর একটা ছোট্ট ডানা ছিঁড়ে নেওয়া হলো। কালু খুব উল্লাসে চীৎকার করেঃ জবাব দাও। রাক্ষসদের মত তোমাদের 'জান্' কোথায় থাকে? জবাব দাও।

আসামী নিরুত্তর।

কালু বলেঃ মহা মুশকিল! বোঝা গেল তুমি ঈমানদার মশা। জবাব দেবে না?

বিজ্ঞের মত মাথা দোলায় কালু।

মশা রেহাই পেল দু মিনিট পরে।

ছেঁড়া ডানা আর ভাঙা ঠ্যাং নিয়ে বেচারা উড়ে গেল।

॥ ৩ ॥

কালুদের বাড়ীর সামনে মানকচুর বন। তার ভেতর মশার দল কীর্ত্তন গাইছেঃ

কথা রাখো কি না রাখো,
পাছে তুমি কামান দাগো।
খাজা, তোমার ভুঁড়ির কাছে....
আহা মরি যেতে পারি না যে....
কথা রাখো কি না রাখো
মশারিতে বদন ঢাকো
পাছে তুমি কামান দাগো।

ধূয়াঃ ওহো.....ও-ও.....ভূখা মরি.....ও-ও-ও.....ভূখা মরি, ব'দ্দা, ভূখা মরি।

কালু ছুট্‌ল তার মশ্‌কুইটো–ফোন নিয়ে। গোয়েন্দারা 'ছায়া' করে। ঠ্যাং-ভাঙা মশাটা 'শ্যাডো' করে দেখা যাক। যদি কোন উপায় বেরোয়।

অন্ধকার হোয়ে আসছে। তবে চাঁদ উঠবে একটু পরে। মশার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা

দায়। মশ্‌কুইটো-ফোনে শুধু ভাঙা ডানার আওয়াজ আর মশার ত্রাহি ত্রাহি রব ধরা পড়ে। কয়েক দিনে মশার ভাষা সামান্য মাত্র আয়ত্ব করেছে কালু। কাজ চলে যেতে পারে। গোয়েন্দা-গিরি করতে বিদ্যের প্রয়োজন হয় নানা রকম। আহাম্মক হও ক্ষতি নেই, কুট-বুদ্ধি থাকলেই চলে।

কালু কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।

ভাঙা-ঠ্যাং মশা এক জায়গায় থিত্ পায় না। উড়ছে শুধু। সড়ক পার হোয়ে বাঁশ বনের অলিগলি।

কালু ছুটতে লাগ্‌ল পেছন পেছন।

বাঁশ-বন মশার বেহেশ্‌ত। যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। শত্রু ধ্বংস করতে তার গতি বিধি জানা দরকার। যদি একটু টের পাওয়া যায়, ব্যস, কেল্লা ফতে।

মশ্‌ফোন সে কানের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। না, মশকদের কোন মন্ত্রণা-সভা দেখা যাচ্ছে না। কোন গোলমাল নেই, অভিযোগ নেই।

চাঁদ উঠলো।

বাঁশ-বন এখন ভারী সুন্দর দেখায়। কিন্তু গোড়ার অন্ধকারে কেমন যেন ভয় লুকানো থাকে। ভয় লাগে কালুর। তবু সে ঘুরছে আনমনা।

হঠাৎ তার মনে হোলো, গালে কে যেন সূঁচ ফুটিয়েছে। এক থাপ্পড় কষায় সে ঐ সোজা । নিশ্চয় মশা। তার আগেই সূঁচওয়ালা সরে পড়েছে। বেজায় রাগে কালু ফুল্‌তে থাকে। সবুর করো, দেখিয়ে দেব।

সাঁঝের আকাশ মিলিয়ে গেল। আর বেশীক্ষণ দাঁড়ানো চলে না। মা খোঁজ করছেন এতক্ষণ।

মা তার কদর বোঝে না। সে বড় ইঞ্জিনীয়ার। তবু মা বকাঝকা করে।

কিছুতেই এখন বাড়ী ফিরত না সে। এস্‌পার-ওসপার করা চাই ব্যাপারটা। মশার এমন আস্পর্দ্ধা। মানুষের সঙ্গে লড়াই!

না, মা ডাকছেঃ কাল্‌-উ উ-উ·।

কালু তাড়াতাড়ি বাঁশ-বন ছেড়ে এলো।

॥ ৪ ॥

পরদিন রোব্‌বার।

স্কুলের ছুটি। কালু কারো সঙ্গে দেখা করল না। ভোর বেলা মামার বাড়ী যাওয়ার ছুতো করে কোঁচড়ে মুড়ি-বোঝাই বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। একটা হেস্তনেস্ত ছাড়া সে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবে না। প্রতিজ্ঞাটা যেন সেই রকম। নচেৎ তার সরদারী টেকে না। ধূয়ো দেবে বুড়োর দল। ধূয়ো দেবে স্কুলের ছেলেরা।

সটান বেরিয়ে এলো সে গ্রামের সড়ক ধরে। তারপর মাঠ। সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে গাছ-পালায়। শীতের দিনে চাঙ্গা হোয়ে উঠ্ছে কুঁক্ড়ানো পাতার দল।

মুড়ি আছে সঙ্গে, ক্ষিদের ভয় নেই। আজ সারাদিন ভেবে ভেবে সে স্থির করবেঃ মশা তাড়ানোর ওষুধ।

বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতই কালু মাঠের সোজা পথ ছেড়ে দিল। আঁকা বাঁকা সরু আলপথে সে এগিয়ে এলো অনেক দূর। মাঠের মাঝখানে একটা ছোট ঘর। গ্রীষ্মের দিনে রাখাল ছেলেরা বিশ্রাম করে। ভিটের চারদিকে ছোট ছোট চারা আমের গাছ। একটা ছোট ডোবা নৌকা-পানা বোঝাই। ফিকে পানি ঝলমল করছে। আম গাছের তলায় নীল ঘাস।

চমৎকার জায়গা!

গ্রীষ্মের দিন নয় যে রাখাল ছেলেরা ভিড় করবে। চুপচাপ বসে থাকো আর আকাশ পাতাল চিন্তা করোঃ মশার উচ্ছেদ চাই।

কালু আম গাছের গুড়ি ঠেস দিয়ে বসে পড়লে। সামনে দেদার নীল আকাশ। পেঁজা তুলোর মত মেঘ। মাঠের ফসল রঙের জোয়ারে টুইটুম্বুর।

কালু কোঁচড়ের মুড়ির ভিতর হাত দিল।

মুচ্‌মুচ শব্দ বেরোয় দাঁত থেকে।

পানা পুকুরে ডানকিনে মাছ 'খাবি' খাচ্ছে। একটা পাতা ঝরে পড়ল। কয়েকটা গাংতাড়া মাছ তেড়ে এলো মৃদু ঢেউয়ের আওয়াজে।

আনমনা জগৎ। আনমনা চোখ। কালু চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুখ চলছে ঠিক। সাদা মুড়ি আর সাদা দাঁত। জমেছে ভাল। দূরে গোরুর পাল চলেছে রাখাল ছেলের সঙ্গে উঁচু বাঁধ-পথে।

পুন্-পুন্-পুন্।

হঠাৎ এই শব্দ। সোজা হোয়ে বস্‌ল কালু। কান খাড়া করল। আম পাতার বনে মশার ডাক। সম্মুখে পানা পুকুর। বিচিত্র কিছু নয়।

জোর আওয়াজ ওঠেঃ পুন্-পুন্-পুন্।

কালুর মুড়ি খাওয়া বন্ধ। কান খাড়া। না, আর দেরী করা উচিত নয়। কোন উপায় আজ পাওয়া যাবেই।

তাড়াতাড়ি মশ্‌কুইটো ফোন পাত্‌ল সে। কানের পাতায় যন্ত্রটা আটকে দিল।

একদল মশা রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করল। কালুর কানে তার আওয়াজ স্পষ্টঃ না,

এইভাবে আর দিন চলে না। চেয়ে দেখো ম্যালেরিয়ায় গাঁ ধ্বংস হোয়ে যাচ্ছে। কত মশা মজা লুটছে। আর আমাদের চেহারার দিকে তাকাও। ঠ্যাং বাতে ভেঙে পড়ছে। পাঁজরায় এক ফোঁটা জোর নেই। না, কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়!

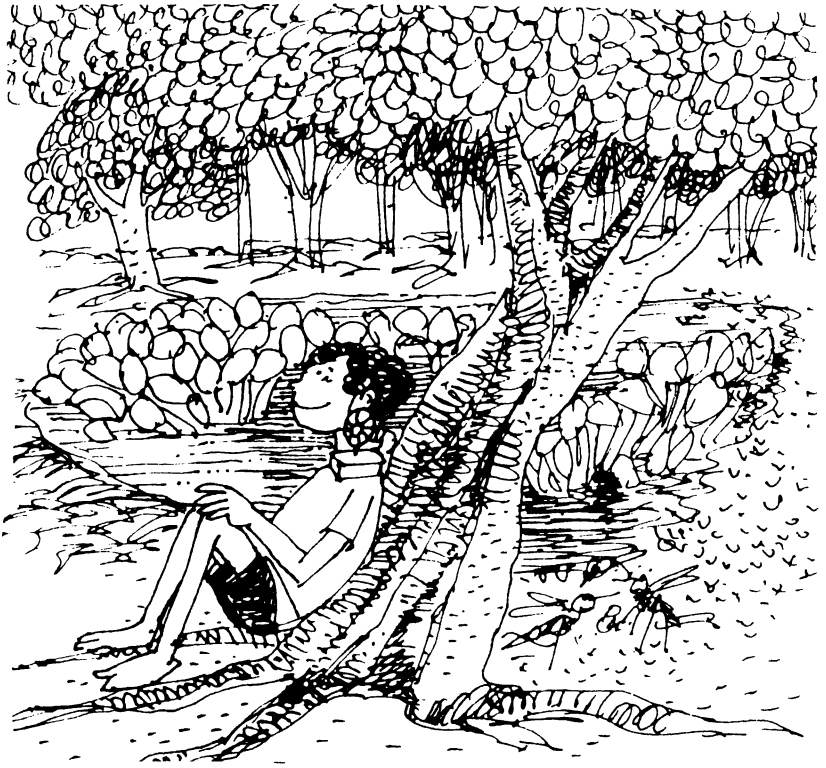

আরো মশার কলরব ঃ না, একটা উপায় বাৎলাও। আমাদের এই দুর্দশা দূর করা চাই।

কালু মশ্‌কুইটো-ফোন একটু বাড়িয়ে দিলে। মুড়ি খাওয়া অজানিতে থেমে গেছে।

নানা জটলা চলছে, মশাদের রীতিমত বচসা-বক্তৃতা।

একদল বল্‌ছেঃ ওরা ভগবানের মশা, আল্লার পেয়ারা মশা। তাই মজায় লুটে খাচ্ছে মানুষের রক্ত। আমাদের দিকে আল্লা চেয়ে দেখেন না।

অন্য কয়েকটা মশা কথাটা গায়ে মেখে নিল না। তারা চীৎকার করেঃ মোটেই না। আল্লা কখনও পক্ষপাত করেন না। সব কপালেল দোষ। অন্য কোন কারণ আছে।

অনেকক্ষণ গোলমাল চলে। কটার মাথা-মুণ্ডু ঠিক করা দায়। কালু কিন্তু প্রত্যেকা কথা মন দিয়ে শুনছে। শত্রু ধ্বংস করতে গেলে শত্রুর হাল হতিকত গতি বিধি ভাল করে জানা দরকার। মানুষের শত্রু মশা।

আরো এক ঘন্টা মশকের 'কাইজ্যা' চলে। অবশ্য কথা কাটাকাটি। শেষে একটা মশা বলেঃ আরে চেয়ে দেখো, মুসলমান পাড়ার মশাগুলো বেশ আছে।

অন্য মশা সায় দিলেঃ সত্যি। ওপাড়ার খান বাহাদুরের* খুন খেয়ে খেয়ে আমার এক বন্ধু নিজেই খান বাহাদুর বনে গেছে। এঁইয়্যা ভুড়ি তার।

তারপর নানা কথার ফোড়ন চলে।

–আমার বন্ধু রায়বাহাদুরের* মত ঘুটিয়েছে।

–হিন্দু পাড়ায় মশাগুলো বেশ আছে। খান বাহাদুর আর ক'টা। রায় বাহাদুর অনেক বেশী।

মুসলমান পাড়ার মশা বেশ আছে। তোফা।

কালু আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। পাছে মশার গোলমাল থেমে যায়, সে তাই ফুর্ত্তি ধামা চাপা দিলে আপাততঃ।

আরো অনেক মশা এসে জুটল।

কালু আর অপেক্ষা করে না।

দুপুরের সূর্য আকাশে। পানা পুকুরের ছোট কাৎলা মাছের ছানা 'ফুট' কাটে। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে বড় মজা। কিন্তু তার চেয়ে মজা তার জন্য অপেক্ষা করছে। কালুর তর সয় না।

তড়াক লাফিয়ে উঠল কালু।

এখনি গ্রামে ফিরে যেতে হবে। বন্ধুদের ডাকো। কত কাজ, কত কাজ।

কাল মশককূল ধ্বংস শুরু হবে। মশার উচ্ছেদ চাই।

জোরে পা চালায় কালু।

বাড়ী গিয়েই সে বন্ধুদের ডাক দিলেঃ আমি সাত দিনে মশা ধ্বংস করব, মজা দেখো। তোমাদের সাহায্য চাই শুধু। একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

বন্ধুরা রাজী হোয়ে গেল।

** বৃটিশ আমলে মুসলমান রাজ ভক্তদের উপাধি।*

** বৃটিশ আমলে হিন্দু রাজ ভক্তদের উপাধি।*

॥ ৫ ॥

সবাই একদম অবাক।

গ্রামে মশা কম্‌তে শুরু করেছে।

দু-দিন পরে বেশ বোঝা গেল।

সন্ধ্যার পর সড়ক ধরে হাঁটো, মশা তাড়া করে না। আগে রেহাই থাক্‌ত না তোমার। এখন গলা ছেড়ে গান গাইতে পারো। গলায় মশা ঢুকবে না।

চাষীদের মশারি নেই। তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

সত্যি হঠাৎ মশা কমে গেছে।

কালুর বন্ধুরা ছুটে এলো। সকলের মুখে এক কথাঃ মশা কমে গেছে।

কালু বাহ্‌বা নিতে চায়। হাসে আর বলে, "আমি বলিনি, মশা তাড়িয়ে ছাড়ব ?'

–ব্যাপার কি খুলে বল্‌, তর সইছে না আর।

–আজ নয়।

কালুকে ঘিরে সবাই পীড়াপীড়ি করে।

–না ভাই, আজ বল্‌ব না। মুরুব্বিদের মাথায় এখনো ঢোকেনি। আরো কিছুদিন যাক্‌।

মশা কমে গেছে বল্‌লে সামান্য বলা হয়। খালি গায়ে ঘুমানোর কথা এক সপ্তাহ আগে এ-গাঁয়ে পাগল-ও ভাব্‌তে সাহস করত না।

কালুর বন্ধুরা না-ছোড় বান্দা। গোলক ধাঁধাঁর ভেতর ঢুক্‌তেই হবে। মাজেজা কি ? রহস্য কোথায় ?

কালু শেষে ঠেকে গিয়ে বলে, "আচ্ছা আজ জ্যোৎস্না রাত। খাওয়া-দাওয়া সেরে তোরা আসিস। মজা দেখতে পাবি।"

"ঠিক হ্যায়" ব'লে, বন্ধুরা বেরিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যার পর নাকে-মুখে ভাত গুঁজে সত্যি ওরা একদল এসে হাজির। জটল্লা পাকাতে লাগ্‌ল।

শীতের পড়ন্ত মৌসুম। সকলের গায়েই চাদর আছে। কালু বললে, "বেশ করেছ গায়ে চাদর দিয়ে এসেছ।"

"আমার সঙ্গে তোমাদের একটু বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।"

–কেন ?

–কেন ? তার জবাব এখন দেব না। আর আমার সঙ্গে তোমাদের একটা কসম করতে হবে।

সবাই এক সঙ্গে জবাব দিল ঃ কি কসম ?

ওরা পাঁচ জন ছিল। মতি, মনু চৌধুরী, সালেক, আক্কাস।

সকলেই উদ্‌গ্রীব।

–চোখে যা দেখ্‌বে, তার কোন হদিস জান্‌তে চাইবে না। শুধু দেখে যাবে। কোন মন্তব্য করতে পারবে না বা জান্‌তে চাইবে না, কি ঘট্‌ছে। কেন ঘট্‌ছে ?

All right অল রাইট। পাঁচ জন এক সঙ্গে কোরাস গেয়ে উঠ্‌ল।

কালু আরো বললে, "আমাদের দলে আরো চারজন আছে তারা আজ আসেনি। কাজে বেরিয়ে গেছে। ওরা থাক্‌লে ভাল-ই হোতো।"

মনু জিজ্ঞেস করল, "ওরা গেল কোথায় ?"

কালু ধমক দিয়ে উঠ্‌ল, "বিস্‌মিল্লাতেই তুমি আবার 'কেন'র মানে জান্‌তে চাইছ। স্পিক্‌টি নট্‌।

O. K. ও, কে চৌধুরী বা ঠিক-হ্যায় চৌধুরী পণ্ডিতের মত মাথা দোলায়।

চৌধুরীর আসল নাম মনু। চেহ্‌ারাটা মোটা বলে দলে বেশ সর্দ্দার গোছের দেখায়। কথায় কথায় O. K. বা ঠিক-হ্যায় বার বার বলে, সকলে তাই ওর খেতাব দিয়েছে ও, কে চৌধুরী।

মনু আবার জিজ্ঞেস করে, "বন-বাদাড়ে বড্ড মজা। যা' শব্দ শুনি। এত রাত। বন্‌-বাদাড়ে না গেলে চল্‌বে না ?"

কালু জবাব দিল, "বেশ বাড়ী যাও। আমি মজাসে ঘুমাই। তোদের জন্যই ত মা'র চোখে ধূলা দিয়ে বেরুতে হোলো। হ্যাঁ আর একটা কথা–"বলেই কালু পাঁচটা মশ্‌ফোন বের করলে। সমান ভাগ পাঁচ জনের।

–আচ্ছা, এখন কানে লাগাও আর শোনো।

দেশলাইয়ের বাক্স কানে দিয়ে কি হবে ?

–মশার কথা-বার্তা শুন্‌তে পারে।

O. K. ও, কে।

তারপর সকলে বেরিয়ে পড়ল।

সম্মুখে পুকুরের পাড়। নীচ দিয়ে সরু রাস্তা। দুপাশে চারা তাল-গাছ। চাঁদের আলোয় জায়গাটা মাকড়শা-অন্ধকার।

চৌধুরী থেমে বল্‌ল, "কালু, এখানে ভয়ানক মশা।–হঠাৎ কামড় দিলে আর রক্ষা নেই। সিন্‌কোণা গাছ কি সমস্ত দার্জ্জিলিং গিলে ফেলেও ম্যালেরিয়া ছাড়বে না।"

–ভয় নেই। মশা আমাদের ধারে-কাছে আস্‌বে না। তুমি মশকুইটোফোনের চাকা

ঘুরিয়ে যাও।

চৌধুরী বড্ড বক্‌বক করে। আপন মনেই ভেঁজে যায়, Really কালু একটা ছেলে। এমন ফোন তৈরী করেছিল। কিন্তু মশার বাত-চিত ত শোনা যাচ্ছে না।"

–পরে শোনা যাবে।

কিন্তু এই পথে সাপের ভয়।

– শীতকালে সাপ বেরোয় না, সে খবর জানিস্‌নি ?

আধ-ডজন ছেলে চুপ করে গেল কিছুক্ষণ।

চৌধুরী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঃ "আরে কালু, কোথা যেন দাঙ্গা লেগেছে। বাপ্‌রে মারে শব্দ শোনা যচ্ছে। ঐ শোন–বাপ্‌রে মারে! হ্যাঁ দাঙ্গা–।"

কালু খিল্‌খিল্ শব্দে হাসে।

–ও-টা বাপ্‌রে মারে নয়। মশার ডাক।

–মশার ?

হ্যাঁ মশা ? বাপ্‌রে মারে ডাক ছাড়ছে।

ছ'জনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"শোন্," কালু বললে, "সত্যি মশার ডাক। শুধু ফোনে এমন শোনাচ্ছে।"

–ব্যাপার কী, কালু ?

–এগিয়ে চল। মশার দাঙ্গা বেধেছে। দেখব চল্।

অন্য একটা সরুপথ ধরল তারা। চারা তাল বনের পরিষ্কার ফাঁকা রাস্তা। সকলে শব্দ অনুসরণ করতে লাগল।

॥ ৭ ॥

এক-এক জনের কানে মশ্‌কুইটোফোন যেন ভেঙে পড়েছে। এমন চীৎকার আর আর্তনাদ তার ভিতর। সালেকের ভয় বেশী। সে আর এগোতে চায় না। কালু ধূয়ো দিল তাকে, "এই বুকের পাটা তোর! আরে ওটা মশার চেঁচানি। তোরা দাঙ্গা করতে পারিস, আর ওরা দাঙ্গা করতে পারে না ?"

মশ্‌কুইটো-ফোনে জোর শব্দ ওঠে, "বাঁচাও গেলাম বাবা গো।"

আরো শব্দ, "বন্দেমাতরাম, আল্লাহো আকবার, শঁখের আওয়াজ, হো-হো রেরে.....রব।"

–সত্যি দাঙ্গা হচ্ছে?

কালু বললে, "আশ্চর্য হবার কি আছে। তোরা দাঙ্গা করিস না?"

চৌধুরী মন্তব্য করে, "একটু থামো। আমাদের রাস্তা ঠিক আছে ত? ওই দিক থেকেই আওয়াজ আসছে। ও দিক থেকেই ত বটে।"

এইবার ওদের সাম্‌নে পড়ল বাঁশ-বন। মশার গলা-চেরা চীৎকার কোথাও নেই। একটা পুন্ শব্দ পর্যন্ত না। অথচ এইখানে এক সপ্তাহ আগে কার ঘাড়ে মাথা ছিল, খালি গায়ে হাঁটে। ছোট ছেলেদের মশা হুল বিঁধেই খতম করে দিতে পারত।

চাঁদের আলোয় মাঠের শেষ কিনারা দেখা যায়।

বাঁশ বনের পরে পড়ল বাগান।

–আরে এটা খাঁয়েদের বাগান।

–O. K. দেখো, মশা যদি না থাকে আমি ডাব পাড়ব।

চৌধুরী মনের কথা খুলে বল্‌ল।

বাধা দিল মতি, "না। শিশিরে গাছ ভিজে গেছে। আজ ও-সব থাক্।"

–O. K, থাক্।

গাছপালা ভরা বিরাট বাগান। কেয়ারীর সীমানায় লাল ইটের জাফ্‌রী। শিউলী ফুলের চড়া গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল।

আক্কাস এতক্ষণ মুখ খোলেনি। সে কথা বলে নিতান্ত কম। তাই তার কথার দাম বেশী।

সে জিজ্ঞেস করল, কালু আর কত ঘোরাবি?

–আর থোড়া।

–তার চেয়ে ফুলের গন্ধ নেওয়া যাক্।

–বেশ।

হঠাৎ মতি চেঁচিয়ে উঠল, "আমার পায়ে কি যেন নরম ঠেকছে। সাপ নয় ত?"

কালু সঙ্গে টর্চ নিয়ে এসেছিল। সে টর্চ জ্বাল্‌ল।

কালু সাবধান করে সকল-কে, "আরে সরে দাঁড়া। কত পিঁপ্‌ড়ে দ্যাখ। আর ঐ চেয়ে দ্যাখ্। ঐ ঐ....।"

কালু টর্চ নেভায় না।

আশ্চর্য, গাছের তলায় হাজার হাজার মশা মরে পড়ে রয়েছে।

সকলের চক্ষু স্থির। শুধু কালু নির্ব্বিকার।

বাগানের অন্য দিকে টর্চ ফেল্‌ল সে। প্রত্যেক গাছের তলায় মরা মশার পাহাড়।

চৌধুরী মিনতি-মাখা সুরে বল্‌ল, "O. K. কালু, রহস্য আজ জানা চাই।"

No না।

কালু ধমক দিলে, "ফোনে কান দে।"

ফোনে আওয়াজ উঠছিল, "আমার হাত-পা ভেঙ্গে গেছে। এখন পিঁপড়ে ছুটে আস্‌ছে। আমায় রক্ষা করো।"

শিউলী তলার পাশে একটা মশা কাৎরাচ্ছে। মশ্‌কুইটোফোন অনুসরণ করে ছ-জনে আহত মশা ঘিরে দাঁড়াল।

বসে পড়ল মতি। আহা, বেচারা ম্যালেরিয়া-দূতের অবস্তা দ্যাখো।

কি যেন জিজ্ঞেস করবে মতি। কিন্তু মশাটা ধড়ফড়িয়ে তখন-ই মারা গেল।

তার পাশে আরো দুটো মশা পড়ে রয়েছে। একে অপরের বুকে হুল ফুটিয়েছে।

মিনু বলে, আরে, এত রীতিমত দাঙ্গা।

আক্কাস মাথা দোলায়। জিজ্ঞেস করে "হোলো কি, কালু?"

কালু সাড়া দিল না।

কিন্তু তারা ও-কে ঘিরে ধরল মরা মশা ছেড়ে।

–বল্‌ ভাই, ব্যাপারটা কি?

–দ্যাখো, তোমরা আমার কথা রাখছ না। আসার আগে কি কথা ছিল? তোমরা কি কথা দিয়েছিলে?

ভারী গম্ভীর স্বর কালুর। ঝাঁঝ আছে মন্দ নয়।

সকলে চুপ করে গেল।

রাত্রি তখন বেশ গভীর। ফিরে এলো সবাই।

আড্ডা ভাঙার আগে ফোন ফেরৎ নিয়ে কালু বললে, "শোনো, তোমাদের বোঝার সময় দিলাম। আবার কাল এসো। ঘরে বসে মজা দেখ্‌বে।"

চৌধুরী জবাব দিল O. K. ও, কে,।

অর্থাৎ ঠিক হ্যায়।

॥ ৮ ॥

আক্কাসের গলা আজ দরাজঃ "আমি বাজি রাখ্‌তে পারি, কালু নিশ্চয় ম্যাজিক জানে। দশ টাকা বাজি, না-হোলে খামাখা এত মশা মরছে?"

মতি বললে, "আমাদের পুই-মাঁচার নীচে দেখি কয়েক শ' হাত-পা ভাঙা মশা পড়ে আছে।"

–পাড়ার লোক কি বলে?

–বল্‌বে কি? সবাই অবাক।

–কেউ বলে, মশার মড়ক লেগেছে?

–ধ্যুৎ!

মনু সহজে পাত্তা দেয় না। এই গোলক-ধাঁধাঁর ভিতর নিশ্চয় কিছু আছে। আগে মশার মড়ক হয়নি কেন?

আর কেউ জবাব দিতে পারে না।

–মশ্‌কুইটো-ফোন একটা যন্ত্র বটে! ওটা দিয়ে কালু নিশ্চয় কিছু একটা করে।

আক্কাস চটে জবাব দিলে; "হাতি-ঘোড়া করে। ওটা ত গতরাত্রে আমদের কাছে ছিল।"

–না ওটার মধ্যে কিছু নেই।

হট্টগোল বচসা চলছিল কালুদের দহ্‌লিজে। সে সন্ধ্যার সময় বেরিয়ে গেছে, এখন-ও ফেরেনি। মা-কে বলে গেছে, কেউ এলে যেন অপেক্ষা করে।

মতির মুখ আজ দেদার খোলা। সে যেন কথার জোলাপ নিয়েছে। শেষে আমতা আমতা স্বরে বললে, আচ্ছা কালু আসুক। আমি কিন্তু মনে করি, ব্যাপার ভুতুড়ে –হ্যাঁ ভুতুড়ে–না-হোলে এত মশা মরছে–

–ড্যাম ইট্‌। কি যে বলো ভুতুড়ে ভুতুড়ে। এই দেশের লোক কিনা সব কিছুর মধ্যে ভুত দেখো।

মতি খেঁকিয়ে উঠ্‌ল। পরে সে জবাব দেয়ঃ "কালু আসুক। আমি মনে করি

–কিন্তু–।

কথা শেষ হয় না, কালু দহ্লিজে ঢুক্ল।

সকলে তখন চেঁচিয়ে ওঠেঃ আসুন, আসুন।

কালু অজুহাত দেখিয়ে বল্ল, জরুরী কাজে সে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

–ব্যাপার কি? তুমি যে এত শশব্যস্ত?

–ভয়ানক কাজ পড়েছে। মশা যে-রেটে মরছে ও-তে চলবে না। দু-সপ্তায় যেন সব খতম হোয়ে যায়। তাই ব্যস্ত।

কালু কথার পাঁচিলে বন্দী যেন। চারদিক থেকে নানা প্রশ্ন।

একটা চেয়ারে বসে আক্কাস গোঁফে তা' দিতে লাগল। যেন গোঁফে তার মুখ বোঝাই। সে হুকুম-ঢালা স্বরে বলে, এই আমি বস্লাম, আজ ব্যাপারটা খোলাখুলি জানা চাই-ই।

কালু কোন জবাব দিল না। দহলিজের কাম্রার বাইরে গিয়ে শুধু বলল, তোমরা বসো, আমি খেয়ে আসি।

আবার বচসা।

আক্কাস গোঁফে তা দিচ্ছে তখনও। মনু মাথা চুলকায় আর ভাবে।

চৌধুরী হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠ্ল ঃ O. K. ও, কে।

সালেক আঁৎকায় রীতিমত। হোলো কী?

জবাব দিল চৌধুরী, অল রাইট ইয়েস O. K. আমি বুঝেছি ব্যাপারটা। মশারা আত্মহত্যা করছে।

–আত্মহত্যা?

O. K. আত্মহত্যা।

অনেকে হেসে উঠলো ঃ মশারা এত দড়ি পাবে কোথায়? গলায় দিয়ে ঝুল্তে তো হবে।

চৌধুরী দাব্ড়ে বেড়ায়, পেছ-পা নয় সে ঃ আত্মহত্যা কি শুধু গলায় দড়ি দিয়ে হয়? কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায়, বিষ খায়, আফিম খায়।

সকলে আরো হো হো শব্দে হাসে। কি করেছেন চৌধুরী সাব। মশারা আফিম খাচ্ছে। অ-হ-হহহ্....।

–মরছে ত ।

–হ্যাঁ, মরছে ঠিক। কিন্তু আত্মহত্যা, কে বলে ?

–দেখো। নির্ঘাৎ আত্মহত্যা। কালু এলেই বুঝবে।

চৌধুরী কিছুতেই হার মান্‌বে না!

মতি বলে, গলায় দড়ি ঝুল্‌তে দেখেছো মশা-কে ?

–না। চৌধুরীর উত্তর।

আক্কাস জবাব দিল, আমি দেখেছি। মাকড়শার জালে ঝুলে থাকে, গলায় সরু দড়ি।

চৌধুরী লাফিয়ে উঠল ঃ ঐ শোনো। O. K. আত্মহত্যা করে। ইয়েস মশার আত্মহত্যা। অল্‌রাইট।

সবাই হেসে লুটোপুটি খায়।.

তবু শেষে আক্কাস বলে, চৌধুরী একটা ইডিয়ট, মশা আবার আত্মহত্যা করে, হ্যাঁ–?

–তবে কি করে ? তুমি জবাব দাও।

–জাপানীদের মত ওরা 'হারিকিরি' করে। কাটো পেট, নিজের পেট কাটো।

জবাব দিল আক্কাস।

চৌধুরী হঠাৎ গম্ভীর হোয়ে যায় ঃ চুপ, আস্তে। আহা, আমিও ঠিক তা-ই ভেবেছিলাম। হারিকিরি বলতে গলায় দড়ি বলেছি। O. K. ও. কে।

মতির কাছে সে থ' পায় না আরে রেখে দাও তোমার চালাকি আর হারিকিরি। কালু এলে সব বোঝা যাবে।

চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরী টেবিলে ঘুষি মেরে ঃ O. K. অবশ্যি হারিকিরি।

সালেক মাঝ থেকে মাতব্বরী করে ঃ অর্ডার, অর্ডার, আস্তে আস্তে।

কেউ কারো কথা শোনে না! রীতিমত হাট বসে যায় দহলিজে।

সমস্যা যেমন ছিল তেমন-ই থাকে।

ভেংচি কাটে মনুঃ মশারা হারিকিরি করছে আর জাপানীরা পানা–পুকুরে তা দিচ্ছে মশার আণ্ডার উপর।

মতি একটু করে গম্ভীর হয়ে যায় ঃ কিন্তু–আজগুবী ব্যাপার। এত মশা মরছে। আমাদের বাগানে পেয়ারা তলায়, জামরুল গাছের নীচে দেখলাম কত মুণ্ডু-কাটা মশা।

–আমিও দেখেছি মুখ ধুতে গিয়ে দিঘীর তাল-বনে।

ও, কে, চৌধুরী সায় দিলে।

মতি গায়ের ঝাল মেটায় দেখেছো, চৌধুরীর কথার পনর আনা সাড়ে ছ' পয়সা ঝুট্। এই বললে হারিকিরি, আবার বলছে কাটা মুণ্ডু। কোথা পেট কাটা আর কোথা মাথা-কাটা

চৌধুরী হারবার ছেলে নয়। সে বলে, নিশ্চয় ছুরি পেটে চালাতে গিয়ে গলায় লেগেছে। ফস্‌কাতে কতক্ষণ।

সবাই হোহো শব্দে আবার দহলিজ গুল্‌জার করে তুললে।

কিছুক্ষণ পরে এলো কালু।

কামরায় সকলে হক্‌চকিয়ে ওঠে। দম বন্ধ, নিঃশব্দ। মাত্র এক মিনিটের জন্য। তারপর কালু আর মুখ খুলতে পারে না। সবাই তাকে ছেঁকে ধরে। ইতি-কথা শোনাও। ব্যাপার কি?

কালু ভারী গম্ভীর আজ।

–শোনো, তোমরা যদি গোল পাকাও, কাজ হবে না কিছুই।

অপেক্ষা করো, সব দেখতে পাবে।

এই বলেই সে আবার মশ্‌ফোন বের করল।

–আজ এ-তে নতুন মেশিন যোগ করেছি। তোমরা সব মজা দেখতে পাবে।

–মজা!

–হ্যাঁ তারপর সব বুঝতে পারবে।

–সত্যি।

সকলের মুখে এক রব, সত্যি ?

দহলিজের ঘড়িতে পৌনে এগারটা বেজেছিল।

সেদিকে ইশারা করে কালু বল্‌ল ঃ আরো পনর মিনিট। তারপর সবাই চুপ্ চাপ বাগানের ধারে ওই জানালায় ফোন নিয়ে বসে পড়ো।

সকলে খুব ব্যস্ত এবার।

–শোনো।

কালু আবার বলেঃ তিনটে জানালায় দু'জন দু-জন বসো। কেউ ভয় পেয়ো না।

মতি বলেঃ ভয় কেন ?

–হ্যাঁ, ভয় পেতে পারো।

মতি ভূতে বিশ্বাস করে। সে ভয় পাবে আশ্চর্য কি।

–কিসের ভয় ?

–তা' বলব না। শুধু ভয় পেয়ো না। আমি আছি, এত ছেলে-ভয় কী ?

মতি নিশ্বাস নিল জোরে। বুকে একটু জোর পায় সে। তারপর বলে, আচ্ছা।

–জানালায় বসে যাও। কেউ কোন কথা বলবে না। শুধু দেখে যাও। কাউকে কিছু বলেছ ত মরেছ। সাতদিন বাদ কথা প্রচার করতে পারো।

কালুর সর্দ্দারী খুব খাটে। সবাই নীরবে সম্মতি জানাল। কেউ টু শব্দ করে না। চৌধুরী তবু কথা শোনে না যেন। সে বলে, কালু, মশারা নিশ্চয় 'হারিকিরি' করছে। আমি ঘাব্‌ড়াবো না।

–স্টপ। কথা বলো না আর। চুপচাপ বসে যাও। তুমি দক্ষিণ জানালায় .....মতি, আক্কাস ওই দিকে।

সবাই চুপ। ঘড়িটা শুধু কালুর ধমক শোনে নাঃ টিক্ টিক্ টিক্ করে।

দহলিজে একটা লণ্ঠন ছিল, কালু তাও নিভিয়ে দিল। কামরায় আবছা অন্ধকার। বাইরে চাঁদের আলো। পাতলা কুয়াশা ঢাকা। অস্পষ্ট হোলেও সবকিছু দেখা যায়। কামরার ভেতর ওরা চুপ্‌চাপ বসে গেল। যেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে মেসিন-গান দিয়ে শত্রুর অপেক্ষা করছে।

ঘড়িটা ডেকে যায়ঃ টিক্ টিক্ টিক্।

কালু ফিসফিস শব্দে বলে, এবার কানের দিকে খেয়াল রাখো।

মিনিট....সেকেণ্ড.....গুণ্‌ছে আক্কাস।

সেও ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিলঃ একটা শব্দ আসছে। কানের ভেতর যেন শত শত মাছি ভন্ ভন্ করছে।

চুপ।

মশ্‌ফোনে শব্দ হচ্ছে জোরে।

মতি বলে, মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে যেন কোথায়!

ধমক দিলে কালুঃ চুপ করো। গোলমাল করলে কিছু মজা দেখতে পাবে না।

আরো দু-মিনিট কেটে গেল।

শুধু শব্দ ভেসে আস্‌ছে!

কালু শেষ ওয়ার্নিং দিলঃ তোমরা কেউ মুখ খুলবে না। শুধু দেখো আর শোনো।

মশার বন্‌বন্‌ শব্দ .....হাজার হাজার মশার মিলিত হাঁক ডাক। 'পুন্‌ আর পুন্‌' শব্দ নেই। একদম ভন্‌ভনে পরিণত।

আক্কাসের কৌতূহল খুব বেশী। সে কথা বলতে চায়। কালু তার ঠোঁটে হাত চাপা দিল। সে থেমে গেল।

জানালার বাইরে দেখা যায়, বাগানের চারপাশ ঘিরে বহু মশা। মারামারি চলছে। একদল এগিয়ে আসছে, একদল পালাচ্ছে। মাঝে মাঝে হুঙ্কার চল্‌ছে.... মারো....কাটো....মারো.....

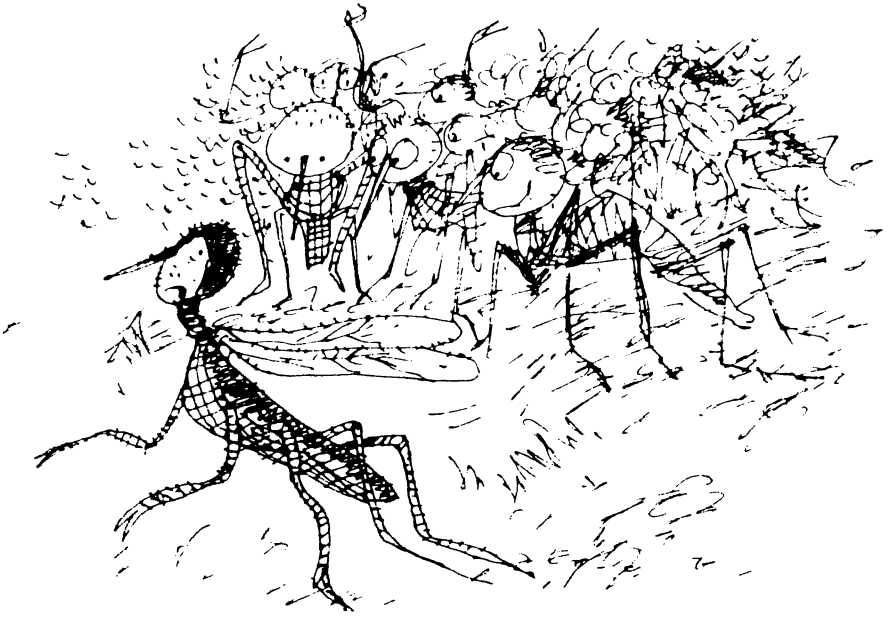

মতি চেয়ে থাকে। একটা মশাকে ঘিরেছে আর দশটা মশা। সেটা হাত জোড় করে বলছেঃ ছেড়ে দাও। আমি বেচারা মশা।

কিন্তু আর সকলে না-ছোড় বান্দা। দু-তিন জন হুল ঢুকিয়ে দিল তখন-ই। মশাটা পড়ে গেল জামরুল গাছের নীচে।

সমস্ত বাগানে অট্টরবঃ ওই পালাচ্ছে....ওই দিকে গেল ওই যে...

চৌধুরীর ভয়ানক হাসি পেয়েছিল। এত মশা তাদের আক্রমণ করলে আর বাড়ী ফিরতে হোত না। কিন্তু কি মজা! সব 'হারিকিরি' করছে! এগুলো বোধ হয় মশা নয় যুদ্ধে-মরা জাপানী ভূত। অতি কষ্টে সে হাসি চেপে রাখে। বড় মজা! থ্রি চিয়ার্স ফর কালু সর্দ্দার–প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সে আনন্দে। কালু তার ঠোঁটে আঙ্গুলের জোর টোকা দিয়ে থামিয়ে দিলে।

–ওই দেখো....

অনেকগুলো মশার লাশ কাঁধে একদল মশা উড়ে আসছে। হঠাৎ অন্য দল তাদের উপর হাম্‌লা চালাচ্ছে। জাম গাছের ওদিকে ঘন অন্ধকার। ওই পাশে মশার ঘাঁটি ছিল, কে জান্‌ত। চল্‌ল খানিকক্ষণ দাঙ্গা।

চৌধুরী বেসামাল হোয়ে পড়ছে। সে একবার বাগানে যেতে চায়।

মশ্‌ফোনে দুড়ুম দুড়ুম শব্দ হলো।

চৌধুরী মতিকে বলে ফিস্‌ফিস গলায়ঃ কি রে, মশারা দাঙ্গায় ষ্টেনগান চালাচ্ছে, না বোমা ছুঁড়ছে?

হঠাৎ সব স্তব্ধ।

বাগানের জমিনের উপর হাজার হাজার মশা আর লাশ পড়ে রইল।

সবাই উঠ্‌তে চায়।

কালু বারণ করলেঃ একটু বসো। আরো দল আসবে। মুখের কথা ফুরোয়নি, হঠাৎ আবার একদল মশা দেখা গেল উর্দ্ধশ্বাসে উড়ছে। পেছনে আর একদল হুল উঁচিয়ে রয়েছে।

শেষে অক্ষম বেচারা দল ঘুরে দাঁড়ালো। দুই দলে হুলোহুলি চল্‌ল পাঁচ মিনট–তোমরা যেমন হুড়োহুড়ি করে থাকো।

আবার সব নিস্তব্ধ। এক দলে কেউ বেঁচে নেই।

দুই দলের ডানা-ভাঙ্গা দুটো মশা পাশাপাশি পড়ে চেঁচাতে লাগল, "বেশ ছিলাম। খামাখা ঝগড়া ঝাঁটি। উহু আমারও ঠ্যাং নেই।"

কালু সর্দ্দার এবার অর্ডার দিলঃ যাও, বাড়ী যাও। যা' দেখেছো কাউকে বলবে না।

কিন্তু–

কিন্তু-টিন্তু নেই।

চৌধুরী বড় বেয়াড়া।

সে হেসে বলে, রাগ করো না। আমি কিন্তু একটা কথা বাড়াই।

O. K.

সবাই চৌধুরীর দিকে চেয়ে হাসে। না ওকে নিয়ে আর পারা গেল না।

॥ ৯ ॥

গাঁয়ের বহু সড়কে লাখ-লাখ মরা মশা দেখে সবাই অবাক। মশার কথা লোক ভুলে গিয়েছিল। আবার নুতন করে আরম্ভ হলো মশার কাহিনী।

মতি একটা মাকড়শাকে প্রায় মশা-মাছি ধরে খাওয়ায়।

মাকড়শার এই ভোজন-পর্ব ভারী মজার।

জালে জড়িয়ে যাওয়া শিকার, মাকড়শা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ছুটে এলো। আরো জাল বাঁধে চারদিকে। তারপর ধীরে ধীরে শুরু হয় শোষণ। শিকারের গায়ে মুখ লাগিয়ে পড়ে থাক্‌বে। পরদিন গিয়ে দেখো চুপ্‌সে গেছে মোটা মাছি বা মশা। খোসা পড়ে আছে।

মতি অনেকগুলো মশা ধরে নিয়ে তার পরিচিত মাকড়শার কাছে গেলো। ব্যাটা নড়ে না। বহু মশা খেয়ে পেট আণ্ডিল। এত আস্পর্দ্ধা!

রাগে মতি এক ঢেলা ছুঁড়ে মাকড়শার জাল ছিঁড়ে দিলে। বেচারা অন্য গাছে পালিয়ে বাঁচে।

মশার গল্প সকলের মুখে।

অথচ কালু সর্দ্দারের নাম কেউ মুখে আনে না। বন্ধুরা সব চুপ্‌চাপ। কথা চেপে আছে বেমালুম। গাঁয়ের বেশী লোকের ধারণা, মশার মড়ক শুরু হয়েছে।

যারা বুড়ো আর বুড়ো হোলে মাথায় মগজ কমে যায়, তারা বললে, পাপে মশা মরছে। বড় জ্বালাতন করত, পাপ চুক্‌লো এত দিনে।

কালু সেদিন ভয়ানক রেগেছিল।

বন্ধুদের বলল সেঃ তোমরা চেপে থাকো। দেখা যাক বুড়োরা নেকীবদী, পাপ-পুণ্য, হাঁ-না কত কী বলে।

ওরা কালুর অনুরোধ নড়চড় করেনি।

গাঁয়ের ডাক্তার বললে, একটা মরা মশা শহরের ল্যাবরেটারীতে পাঠানো যাক্।

হাতুড়ে ডাক্তার কবিরাজ-হেকিম জবাব দিলেঃ ভগবানের মার, আল্লার গজব।

কালু সর্দ্দারদের দল খুব হাস্‌ল। ইডিয়ট, আহাম্মক সব। আরে বলে কী!

আক্কাস না-ছোড় বান্দা। সে কালুকে ধরে বস্‌ল, মশা-মরার রহস্য তার জানা চাই।

–আচ্ছা, সব বলব। রাত্রে এসো। কিন্তু তবু সাত দিন তোমাদের চুপ থাকতে হবে। আরো মশা উচ্ছেদ করা যাক।

মতি, সালেক মাথা দুলিয়ে বলল, সাত দিন? অসম্ভব–না, আরো দু-একদিন অপেক্ষা করে দেখো না। আল্লার গজব, মশার মড়ক আরো কত জনের মুখে কত কী শুন্‌বে।

কালু হাসে আর বলে, কিন্তু ধন্য আমার মশ্‌ফোন। সকলে চীৎকার করেঃ মশ্‌ফোন জিন্দাবাদ, কালু সর্দ্দার জিন্দাবাদ।

সেদিন সন্ধ্যায় মিটিং এই ভাবে ভেঙ্গে গেল।

॥ ১০ ॥

চাঁদের বয়স চোদ্দ দিন।

বাঁশ বনের ঘুপ্‌টি অন্ধকার খুব ফিকে।

কালু মশ্‌ফোন বের করলে। আজ দলে তারা দশ এগারো জন। হরি, মধু, বীতস, মন্টু–এরাও কালুর সহকারী।

বীতস বলে, কি হুকুম, সর্দ্দারজী।

–বিপদ আছে? আজ আরো হুঁসিয়ার।

–বেশ।

কালু চৌধুরী, সালেক ইত্যাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেঃ এই যে দেখছ বীতস এণ্ড কোং–কয়ে' অনুস্বার কং –এরা না থাকলে কোন কাজই হোত না। একদম না। মধু,

তুমি আজ বামন-পাড়ার দিকে যাও। সঙ্গে থাকবে চৌধুরী।

– O. K.

তারপর কালু ভাব্‌তে থাকে, কি যেন সে ভুলে গেছে।

–হ্যাঁ, আমাদের দশ জনের স্কোয়াড দশদিকে বেরিয়ে পড়ব। এক এক দলে দু'জন।

ইস্তেহারগুলো সব মুখস্ত করে নাও।

আক্কাস জবাব দিলে, "এর ভেতর আমি নেই। মুখস্ত করতে পারলে এক বছরে স্কুল-পাশ, মাষ্টার-পাশ হোয়ে যেতাম।"

সকলে একচোট হাসে।

–এটা এগজামিনের পড়া নয়। মশার ডিপোর ধারে বসে মশকুইটো ফোনের মধ্যে ধীরে ধীরে আওড়াবে। ব্যস। ধরো, তুমি মুখস্ত করতে পারলে না। এক কাজ করো, দেখে দেখে পড়ো। জোছ্‌না রাত আছে, চোখে কিছু ঠেক্‌বে না। ইস্তেহারগুলো দেখো।

–হ্যাঁ, দেখছি। এই এক নম্বর ইস্তেহার–

১নং ইস্তেহার

হে হিন্দুপাড়ার মশকগণ, তোমরা নিজেদের গরিমা ভুলিয়া গিয়াছ। মুসলমান পাড়ার মশাগণ এত মোটা আর তোমরা কৃশ কেন? ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে।

২নং ইস্তেহার

হে মুসলমান পাড়ার মশাগণ, তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ, নিজেদের দুর্দ্দশার কারণ। হিন্দু পাড়ার মশাগণ পেট-মোটা, তোমরা রোগা। কারণ ভাবিয়া দেখ।

৩নং ইস্তেহার

হে হিন্দু পল্লীর মশকগণ, এক হও। মুসলমান পল্লীর মশা ধ্বংস কর। প্রতিশোধ লও।

৪নং ইস্তেহার

হে মুসলমান মহল্লার মচ্ছড়কুল এক হও। হিন্দু পাড়ার মশক ধ্বংস কর। ইন্‌কোম লো। প্রতিশোধ লও।

৫নং ইস্তেহার

হে মুসলমান পাড়ার মশাগণ, তোমরা জান না, তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা কি ছিল–কি শৌর্য্য বীর্য্য খ্যাতি। এই দেশে তোমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া গিয়াছ। তোমাদের নাম মশা ছিল না। এই কাফেরী জবানে তোমরা মশায় পরিণত। তোমাদের নাম ছিল মচ্ছড়। তখন তোমাদের মাথায় এত ছোট নয়, ছিল

দীর্ঘ তুর্কী টুপির গুঁড়।

হিন্দু পাড়ার মশারা তোমার অধঃপতনের কারণ।

৬নং ইস্তেহার

হে হিন্দু পল্লীর মশক ভট্টগণ, সনাতন তোমাদের ঐশ্বর্য্য ছিল। তোমাদের নামের মর্যাদা পর্যন্ত ওরা আজ রাখে নাই। তোমাদের নাম ছিল বৈদিক যুগে মশকঃ। দেখো, ঘৃণায় তোমাদের মশা বলা হয়। এই অপমান তোমরা সহ্য করিবে নির্জীব কুক্কুরের মত? ওঠো, জাগো....

৭নং ইস্তেহার

হে মশকগণ, তোমরা মর্যাদায় কি কম? তোমাদের শক্তি বোঝে প্রবল ইংরেজ বাহাদুর। এই দেশের লোক কি বুঝিবে? মশক উড়োজাহাজের নাম কে না শুনিয়াছে? বার্মার জঙ্গলে তোমাদের দন্তের ধার বুঝিয়াছিল জাপানীরা। আসলে, তোমরাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জয়ের মূল কথা।

৮নং ইস্তেহার

হে মশক-কূল তোমাদের সম্মান বিদেশীরাই রাখিয়াছে। এখনও ফরাসী দেশে মশ্‌ইয়ে বলে ভদ্রলোকদের অর্থাৎ মশার ইয়ে–লজ্জা পাবে বলে সম্বন্ধটা খোলাখুলি কেউ বলে না।

৯নং ইস্তেহার

অতীত গৌরব-উদ্ধারে অগ্রসর হও। হিন্দু পল্লীর মশক ধ্বংস কর।

১০নং ইস্তেহার

অতীত গৌরবে অগ্রসর হও। মুসলমান পল্লীর মশক ধ্বংস কর।

১১নং ইস্তেহার

হে মুসলমান মহল্লার মচ্ছড়গণ, তোমরা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহের বন্ধু। নমরুদ বধ করিয়াছ, আজ হিন্দু পাড়ার মশা বধ করিতে পারিবে না?

১২নং ইস্তেহার

অনেকে বলে, মশার আবার হিন্দু মুসলমান কি? ইহা ভুল। তোমরা মানুষ অপেক্ষা কি কম? তাহাদের জাতি ধর্ম আছে, তোমাদের থাকিবে না কেন? আর মানুষ সাপ, ব্যাং, চিংড়ি কত কী খায়। তোমরা শুধু জীবের, মানুষের রক্ত খাও। তোমরা মানুষের চেয়ে উন্নত জীব। তোমাদের জাতি আছে, ধর্ম আছে, সব আছে.....

কালু এক ডজন ইস্তেহার পড়ার পর বল্‌লঃ শুন্‌লে ত? শেষের কথা নূতন যোগ করেছি। আজকাল মশার মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে, ওদের আবার হিন্দু মুসলমান কি? তাই তোমাদের আরো হুঁসিয়ার হোয়ে কাজ করতে হবে। লোক-ও বেশী দরকার।

মনু ও চৌধুরী খপ্ করে কালু-কে কাঁধে তুলে নিল, সাবাস ভেইয়া, সাবাস! তুমি মশাদের ভেতর দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছ বলো?

তাই–।

কালু হাস্‌ল, মিটিমিটি হাসি। পরে বল্‌লে, আমি তোমাদের বলিনি? সব বৃটিশ আমলের মশা, এর দাওয়াই-ও বৃটিশের মত।

আক্কাস জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ মাথায় ফন্দি গজাল কি ভাবে?

–সেদিন মাঠে একটা মশা-কে বল্‌তে শুনেছিলাম, মুসলমান পাড়ার মশা–ব্যস! আমার কাজ শেষ। সেই থেকে মশ্‌ফোন নিয়ে আমি বীতসদের পাঠাতাম হিন্দু পাড়ায়।

আর আমি এই পাড়ায়–।

কালুর সাফল্যের উপর অনেকক্ষণ হল্লা চল্‌ল। কি ফূর্তি সকলের। ও, কে চৌধুরী একদম যেন ক্ষেপে উঠ্‌ল।

তবু সালেক বলে, "ওরা যদি আবার সাবধান হয়, দাঙ্গা না করে। আবার ম্যালেরিয়া।"

জবাব দিল কালু, "ক্ষেপেছো। সাবধান হয় বেশ। আবার দু-ভাগ করতে দেরী হবে না।"

কালু সাফল্যে উত্তেজিত। তাই দম নিতে দেরী হয়। তারপর আবার বলতে থাকেঃ উত্তর-পাড়ার, দক্ষিণ-পাড়ার মশা। না হয়, এনোফিলিস, কিউলেক্স মশা। অথবা–লম্বা ঠ্যাং, মোটা ঠ্যাং মশা। ও-সব ফন্দি আমার মাথায় আছে। তবে আজ জোর প্রপাগাণ্ডা, হ্যাঁ–প্রচার চালাতে হবে।"

তারপর সে সকল-কে ইস্তেহার ভাগ করে দিলে।

॥ ১১ ॥

অকুস্থলে একটু পরে আক্কাস প্রথমে প্রস্তাব করলে, "তা-হোলে এবার গাঁয়ের লোকদের জানিয়ে দাও, মশাদের দাঙ্গা চলছে। তার ফলে–।"

বাধা দিল বীতস, "না, কোন লাভ নেই। ওরা বুঝ্‌বে না।"

–বুঝবে না?

কালু তার মশ্‌ফোনের গতি বাড়িয়ে দিলে।

–নিশ্চয় বুঝ্‌বে।

বীতস জোর দিয়ে বল্‌তে লাগল, "না মোটেই বুঝ্‌বে না।"

–কেন?

–ওদের কানের পর্দা মোটা। ওরা কিছু শুন্‌তেই পাবে না।

চৌধরী সায় দিল O. K.

–শুনতে পাবে না?

–না। কচি কান ছাড়া ও-সব শোনা যায় না।

–ঠিক। সালেক মুখ গম্ভীর করে মন্তব্য ছাড়ল।

মধু চুপ্‌চাপ ছিল এতক্ষণ। দলে সে ভয়ানক কম কথা বলে, কিন্তু শোনে মন দিয়ে। সে যেন সকলের মুখের বাণী মুখস্থ করে।

সে বললে, ওদের পর্দা যদি মোটা না হবে, তবে ওরা বোকার মত দাঙ্গা করে মরল কেন?

কালু জবাব দিতে গিয়ে থাম্‌ল। তার আবিষ্কার ধামা-চাপা পড়ে যাবে না ত?

মনু বল্‌ল, ইস্কুলের ছেলেদের সকল-কে জানিয়ে দেওয়া যাক্।

–নিশ্চয়।

কালু একটু মুষড়ে গেল। সে বল্‌ল, "বুড়োরা বুঝ্‌বে না। ওরা আমার মশ্‌ফোনে কান-ই দিতে পারবে না।"

–পারবে না?

–না।

–বড় মুশ্‌কিল ত!

–উপায় কি। সব বোকার দল। ওরা কি করে এই সব মেশিনের ব্যাপার বুঝ্‌বে।

চৌধুরী 'ফুট্' কাট্‌ল তখন, "আচ্ছা একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক্।"

–কি করে চেষ্টা করব ?

–চলো, একটা বুড়ো ধরে আনি।

এত রাত্রি বুড়ো পাওয়া যায় কোথা ?

কালু জিজ্ঞেস করলে, বুড়োর বয়স কত?

বীতস ধূয়ো দিয়ে উঠল্ "বুড়া বুঝি বয়স দিয়ে ঠিক হয়?"

–তবে কি দিয়ে ঠিক হয় ?

–বুড়া ঠিক হয় মাথায় মগজ দিয়ে।

–তবু কত বয়স ?

–যারা ইস্কুলের ছেলে নয়, তারাই বুড়া।

– O. K.

–একটা বুড়া চাই। কিন্তু এত রাত্রে ?

সকলে ঘাব্‌ড়ে গেল। কালুর যেন বেশী গরজ। সে বল্‌লে, একটা কাজ করা যাক্। চলো, নকীব খাঁয়ের কাছে যাই।

–সে বুড়ো রাত্রে ঘুমায় না। এখন তা-কে পাওয়া যাবে।

–ঘুমোবে কি করে? চোরা কারবার চালিয়ে অনেক পয়সা করেছে। পাছে চুরি যায়, ভয়ে আর ঘুমায় না।

–আচ্ছা জব্দ হচ্ছে বুড়ো।

হরি নকীব খাঁ-কে চেনে। সে বল্‌লে, আচ্ছা চলো ওখানেই গিয়ে দেখা যাক।

ওরা দল বেঁধে এগিয়ে গেল নকীব খাঁর বাড়ীর দিকে।

খাঁ সাহেব তখনও ঘুমোয়নি। দহলিজের কামরায় চোখ বুঁজে শুয়েছিল। হঠাৎ গোলমাল শুনে বাইরে এলো। হাতে দু-নলা বন্দুক।

–কে, তোমরা কে? বুড়ো খাঁ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

–আমি হরি, আমি কালু, আমি বীতস, আমি ও কে, চৌধুরী। সব কচি-কচি ছেলে।

–এ্যাঁ, এত রাত্রে কেন?

লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে দিল নকীব খাঁ।

–এত রাত্রে কেন?

তখন চৌধুরী খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে কালু ভারী লাজুক হোয়ে ওঠে।

চৌধুরী বল্‌ল, "খাঁ সাহেব, গাঁয়ে মশা কমে গেছে, জানেন ত?

–হ্যাঁ জানি। আর মশারি টাঙাতে হয় না। সাত দিন থেকে সুখে ঘুমাচ্ছি। জবাব দিল খাঁ সাহেব।

–দেখেছেন, কত মশা পথে ঘাটে মরে পড়ে থাকে।

–হ্যাঁ

–তার কারণ জানেন ?

–না।

কালুর দিকে ন' পাঁচ পয়তাল্লিশ আঙুল বাড়ালে যেন সকলে সন্তুষ্ট হোত। সবাই এক সঙ্গে আঙুল বন্দুকের নলের মত সোজা কর কালুর দিকে ধরে।

সকলের মুখে এক স্বরঃ ওই-ই-ই.....

–কালু!

–হ্যাঁ ঐ কালু।

–কি রকম? ও মশা-মারা কন্ট্রাক্টারী নিয়েছে ?

–প্রায় তা-ই।

মধু বল্‌ল, তার চেয়ে বেশী।

–কি খুলে বলো।

–ও একটা যন্ত্র তৈরি করেছে, তার নাম মশ্‌ফোন। তা দিয়ে মশার মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে।

–দাঙ্গা লাগিয়েছে ?

–হ্যাঁ। ওটা কানে দিয়ে মশার সঙ্গে কথা-বার্তা চালানো যায়।

–কই দাও দেখি।

কালু একটা মশ্‌ফোন এগিয়ে দিল খাঁ সাহেবের হাতে।

–কানে দেব ?

–হ্যাঁ, দিয়ে শুনুন না মশার কথা।

কালু দেশালাইয়ের খোলে তিন্‌টে জান্ত মশা রেখেছিল, একটা বের করল।

খাঁ সাহেব মশ্‌ফোন কানের গোড়ায় লাগিয়ে ঘাড় কাৎ করল।

শুন্‌ছেন কিছু?

–কিছু না।

মনু বললে, "ভাল করে কানে দিন্।"

খাঁ সাহেব আবার কানে লাগালেন। শেষে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লেন, "আচ্ছা আবার চেষ্টা করব। কিন্তু দাঙ্গা লাগালে কি করে?"

হিন্দু পাড়ার মশা, আর মুসলমান পাড়ার মশা। দুই পাড়ায় লাগিয়ে দিলাম।

–দাঁড়াও, আবার কানে লাগাই।

–কি শুন্‌ছেন, বল্‌বেন।

–কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না।"

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। নকীব খাঁ আবার মুখ-ঠোঁট ভাঁজ করে বললেন, দাঙ্গা লাগাতে পারলে ?

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল। নকীব খাঁ তবু মৃদু হেসে বল্‌লেন, দাঙ্গা লাগাতে পারলে ?

–হ্যাঁ

হো হো শব্দে হেসে উঠ্‌লেন খাঁ সাহেবঃ দাঙ্গা না ঘোড়ার ডিম ?

চৌধুরী ক্ষেপে গিয়েছিল। এতগুলো লেখা-পড়া জানা মানুষ, হয়ত বয়স

কম-মিথ্যে কথা বল্‌ছে! সে তড়াক করে বললে, "খাঁ সাহেব ও আপনার বুড়া কানে শুন্‌তে পাবেন না।"

-কি-ঈ-ঈ.....

তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন খাঁ সাহেব, "যাও, যত-সব ইঁচড়ে পাকা ছোক্‌ড়ার দল। মড়কে মশা মরছে, ওরা যন্ত্র তৈরী করে মারছে, কি-সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার-যাও-। এত রাত্রে আর ডেপোমির জায়গা পাও না?"

সকলে গরগর রাগে ফিরে এলো গ্রামের সড়কে।

বীতস বল্‌ল, আমি ত আগেই বলেছিলাম।

চৌধুরী মুগুর-ভাঁজ ভঙ্গীতে আগুনের তুপ্‌ড়ী ছাড়তে লাগ্‌ল, "আরে ওরা বুড়ো, দাঙ্গা করে নিজেরা মরছে। মশা যেন দাঙ্গা করতে পারে না? ওরা শুনবে মশ্‌ফোনের কথা? থু, থু-।"

কথা শেষ করে সে সত্যি থুথু ফেল্‌ল একরাশ!

আক্কাসের ঘুম পেয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি কিস্‌সা খতম করতে চায়, তাই বল্‌লে, "কাল গ্রামের সমস্ত শিশু আর কিশোরদের আমরা মিটিং ডাক্‌ব। সেই সভায় কালু-কে ধন্যবাদ দেওয়া হবে। সভায় কোন বুড়ো থাক্‌বে না।"

মশ্‌ফোন জিন্দাবাদ!

কালু জিন্দাবাদ!

রাত্রির সড়কে বার বার ঐ আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।

গল্পের আর একটু বাকী আছে।

এই কাহিনী আমি শুনেছিলাম কালুর মুখে। কিন্তু গল্প কতখানি সত্য বা মিথ্যে তা জিজ্ঞেস করিনি। ভুলে গিয়েছিলাম।

কালুর সঙ্গে দেখা হোলে, তোমরা তা জেনে নিও।

মশ্‌ফোন

গাঁ-গেরামের এক কিশোর— কালু আর
তার দলবলের মশার বিরুদ্ধে
অ্যাডভেঞ্চারের
কাহিনী।
ঠিক যেন 'মশা মারতে কামান দাগা'র- গল্প।
অগ্রজ কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান-এর
অনবদ্য কিশোর উপন্যাস।
পড়তে পড়তে হাসির দমকে
চমকে যেতে হয় বারবার।

ISBN 984 --- 8106 --- 23 --- 5